পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনীর ডাকে সমাবেশ। মঙ্গলবার রানী রাসমণি রোডে।

তীব্র প্রতিবাদে পিছু হটলো প্রশাসন, মিছিল করেই সমাবেশে প্রতিবন্ধীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৩রা ডিসেম্বর-- সাগর থেকে পাহাড়--পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে অসংখ্য মানুষ অংশ নেয়। আজকে হঠাৎ করে মিছিল করতে না দিলে আমরা বাধ্য হবো আইন ভেঙেই মিছিল করতে। জন্য তাঁদের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষিত না হলে প্রয়োজনে কলকাতায় আইন অমান্য কর্মসূচীতেও অংশ নেবেন

প্রতিবন্ধী মানুষ নিজেদের অধিকার রক্ষার দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার সমবেত হয়েছিলেন রানী রাসমণি রোডে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে রাজ্যে একের পর এক প্রতিবন্ধী মহিলা আক্রান্ত হয়েছেন, যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। রাজ্য প্রশাসন এই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বদলে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টাই করে গেছে বারবার। এরই প্রতিবাদে এদিন সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে প্রতিস্পর্ধী কয়েক হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের এই সমাবেশে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনীর ডাকে এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুজন চক্রবর্তী, অসীম চ্যাটার্জি, প্রাক্তন সাংসদ সুধাংশু শীল, প্রাক্তন মন্ত্রী মোহন্ত চ্যাটার্জিসহ বহু বিশিষ্ট মানুষ। সভায় সভাপতিত্ব করেন শৈলেন চৌধুরী।

প্রতিবন্ধীদের এই সমাবেশকেও বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠলো রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে। প্রতিবছরই বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে সমাবেশস্থলে এসে শেষ হয়। এই বছরও সারা রাজ্য থেকে কয়েক হাজার প্রতিবন্ধী মানুষ এদিন সকাল থেকেই সমবেত হয়েছিলেন গোষ্ঠ পালের মূর্তির কাছে। শেষ মুহূর্তে বাধা আসে প্রশাসনের কাছ থেকে। ১৪৪ধারা জারি থাকার অজুহাতে মিছিল আটকে দেয় কলকাতা পুলিস। কিন্তু প্রতিবাদে সোচ্চার হন প্রতিবন্ধী মানুষেরা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনীর সাধারণ সম্পাদক কান্তি গাঙ্গুলি পুলিসকে বলেন, "গত ২৩বছর ধরে এই কর্মসূচীতে সারা রাজ্যের হাজার হাজার পুলিস যদি মনে করে লাঠি চালিয়ে, গ্রেপ্তার করে মিছিল আটকাবে, তবে আমাদের কিছু করার নেই।" শেষ পর্যন্ত প্রতিস্পর্ধী এই মানুষগুলির অনমনীয় প্রত্যয়ের সামনে প্রশাসন পিছু হঠতে বাধ্য হয়। মিছিল শুরু হয় গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে থেকে। এদিকে ততক্ষণে খবর এসেছে, বর্ধমান, হুগলীসহ বেশ কয়েকটি জেলা থেকে এই সমাবেশ যোগ দেওয়ার জন্য প্রতিবন্ধীদের নিয়ে যে গাড়িগুলি আসছিল, তার বেশ কয়েকটিকে রাস্তায় আটকে দেওয়া হয়েছে। কোথাও গাড়িগুলিকে বিশাল অঙ্কের টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কোথাও 'নো এন্ট্রি'র অজুহাতে কলকাতায় ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাওয়া মানুষগুলি প্রশাসনের এই বাধাকেও অতিক্রম করেছেন তাঁদের অনমনীয় দৃপ্ত মনোবলে। সমস্ত বাধা পেরিয়েই সমাবেশে এলেন কয়েক হাজার মানুষ।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এই রাজ্যে ৫২জন প্রতিবন্ধী মহিলা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। রাজ্যপাল নিজের হাতে 'রোল মডেল' হিসাবে যে প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদকে সম্মানিত করেছিলেন, হেমতাবাদের সেই কিশোরী ধর্ষিতা হয়ে হয়েছেন। তারপর থেকে একের পর এক ঘটনা ঘটলেও রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার। এই পরিস্থিতিতে দোষীদের শাস্তির দাবিসহ ১০দফা দাবিতে রাজ্যজুড়ে ব্লকে ব্লকে, জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে ধরনা বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনীর সাধারণ সম্পাদক কান্তি গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, "এর পরেও দোষীরা শাস্তি না পেলে, প্রতিবন্ধীদের সামগ্রিক উন্নয়নের হাজার হাজার বঞ্চিত প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি। সারা দেশে প্রায় ১২কোটি প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে এই রাজ্যে ৪৮লক্ষেরও বেশি মানুষ রয়েছেন। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কিছু করা দূরের কথা, উলটে বামফ্রন্ট সরকার অনুমোদিত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের বেতন, অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে প্রতিবন্ধকতা নির্ণয়ের জন্য জেলায় জেলায় ক্যাম্পও। আমরা বারবার রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি, কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। তাই আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি।"

বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে ২০১২সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্যে প্রতিবন্ধী মহিলাদের ওপরে যৌন নির্যাতন বিষয়ে একটি তথ্য পুস্তিকা সমাবেশ মঞ্চ থেকে প্রকাশিত হয়। তরুণ মজুমদারের হাতে হেমতাবাদের নির্যাতিতা ক্রীড়াবিদ এই পুস্তিকা তুলে দেন। এই সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন তরুণ মজুমদার, সুজন চক্রবর্তী, সুধাংশু শীল, অসীম চ্যাটার্জিসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমাবেশে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তিনটি স্বর্ণপদক বিজয়ী সাঁতারু পূর্ব মেদিনীপুরের মীনা ভৌমিককে। তাঁর দুটি হাতই নেই। পাশাপাশি মুখ দিয়ে লিখে সফলভাবে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রী উত্তর ২৪পরগনার নাসিমা খাতুনকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে মনোবিকাশ কেন্দ্র, অ্যানে সুলিভ্যান স্কুল ফর মেন্টাল চ্যালেঞ্জড্, অন্তরঙ্গ প্রতিবন্ধী স্কুল, মেদিনীপুরের নিমতৌড়ি ব্লাইন্ড স্কুল।

Close

Print